একদিন সাহাবিরা (রাসুল صلى الله عليه وسلم -এর সঙ্গীরা)
রাসুল صلى الله عليه وسلم -এর (আল্লাহর প্রেরিত
বার্তাবাহকের) কাছে বসে ছিলেন , এমন
সময় হঠাৎ একজন অচেনা মানুষ ঢুকলেন।
তাঁর পোশাক ছিল ধবধবে সাদা, চুল
কুচকুচে কালো, অথচ সফরের কোনো চিহ্নই
তাঁর গায়ে ছিল না। তাঁকে কেউ চিনত
না। তিনি রাসুল صلى الله عليه وسلم -এর ঠিক সামনে ,
হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু লাগিয়ে বসে
পড়লেন এবং ছাত্রের মতো প্রশ্ন করতে
লাগলেন : ইসলাম কী? ঈমান কী? ইহসান কী?
তিনি চলে যাওয়ার পর রাসুল صلى الله عليه وسلم ওমর
রাদিয়াল্লাহু আনহুকে (আল্লাহ তাঁর
প্রতি সন্তুষ্ট হোন) জানালেন ,
আগন্তুক কে ছিলেন। তিনি ছিলেন
জিবরাইল আলাইহিস সালাম , আল্লাহর

ঈমান কী

ফেরেশতা , যিনি সাহাবিদের তাঁদের
দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন। ১

তাহলে যখন আমরা জিজ্ঞেস করি, “ঈমান কী
?”, তখন আমরা ঠিক সেই প্রশ্নই করছি যা
জিবরাইল করেছিলেন , আর এর উত্তর আসছে
সরাসরি রাসুল صلى الله عليه وسلم -এর মুখ থেকে। চলুন
ধীরে ধীরে দেখি, এর অর্থ কী এবং কেন
এটি গুরুত্বপূর্ণ।

ঈমানকে সাধারণত “বিশ্বাস ” বলা হয়,
কিন্তু এটি শুধু “হ্যাঁ , আমি মানি যে
ঈশ্বর আছেন ” বলার চেয়ে অনেক বেশি।
এটুকু তো অনেকেই মানে। ঈমান মানে
তিনটি জিনিস একসঙ্গে : আপনার অন্তর
নিশ্চিতভাবে জানে যে আল্লাহ ও তাঁর
বার্তা সত্য, আপনি তাঁর ওপর ভরসা

ঈমান আসলে কী

রাখেন , এবং তিনি আমাদের যে পথ
দেখিয়েছেন সেই পথে চলতে আপনি
প্রস্তুত।

কোনো ভালো ডাক্তারের কাছে যাওয়া
একজন মানুষের কথা ভাবুন। ডাক্তার যে
আছেন, শুধু এটুকু মানাই যথেষ্ট নয়।
তাঁর রোগনির্ণয়ের ওপর আপনি এতটা
ভরসা করেন যে ওষুধ খেয়ে নেন, ওষুধ
কীভাবে কাজ করে তা না জানলেও। ঈমানও
তেমন। এটি শুধু মাথার জানা কথা নয়;
এটি এমন ভরসা, যা জীবন কাটানোর ধরনটাই
বদলে দেয়।

“ঈমান ” শব্দটি আরবি এমন একটি মূল থেকে
এসেছে , যার অর্থ নিরাপত্তা ও ভরসা। এর
সঙ্গে সম্পর্ক আছে “আমানত ” শব্দেরও ,
অর্থাৎ যা আপনার হাতে সঁপে দেওয়া
হয়েছে। কথাটা খুব মানানসই , কারণ
ঈমানই সেই জায়গা , যেখানে অন্তর

শান্তি ও নিরাপত্তা খুঁজে পায়।

জিবরাইল যখন বললেন , “আমাকে ঈমান
সম্পর্কে বলুন ,” তখন রাসুল صلى الله عليه وسلم উত্তর
দিলেন , ঈমান হলো আপনি আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর
কিতাবসমূহের ওপর, তাঁর রাসুলদের ওপর
এবং আখিরাতের দিনের (শেষ বিচারের
দিনের) ওপর বিশ্বাস রাখবেন , আর
তাকদীরের ওপরও, অর্থাৎ আল্লাহর
নির্ধারণের ওপর, তার ভালো দিক হোক বা

রাসুল صلى الله عليه وسلم যে

ছয়টি

বিষয়ের কথা

বলেছেন

মন্দ দিক। ১ তালিকাটি ছোট, কিন্তু
প্রতিটি বিষয় জীবনের এক -একটি বড়
প্রশ্নের উত্তর দেয়।

প্রথম বিষয় আল্লাহ : অর্থাৎ একজনই
স্রষ্টা , যিনি আমাদের উদ্দেশ্য
নিয়ে সৃষ্টি করেছেন , আমাদের
পুরোপুরি জানেন এবং আমাদের প্রতি
যত্নবান। বাকি সবকিছু এরই ওপর
দাঁড়িয়ে আছে। এ কারণেই আমরা
সাহায্যের জন্য একমাত্র তাঁরই দিকে
ফিরি, আর এ কারণেই অন্য কাউকে বা অন্য
কিছুকে ভয় পাওয়ার দরকার আমাদের
নেই।

তারপর ফেরেশতারা , যাঁরা আল্লাহর
অদৃশ্য সেবক। তাঁরা তাঁর আদেশ পালন
করেন, যার মধ্যে নবীদের কাছে তাঁর ওহি
(বাণী) পৌঁছে দেওয়াও আছে। তাঁদের
প্রতি ঈমান আমাদের মনে করিয়ে দেয়
যে অদেখা জগৎ সত্যি , আর যে বার্তা

আমরা অনুসরণ করি, তা আমাদের কাছে
এসেছে এক নির্ভরযোগ্য পথ ধরে।
আমাদের গল্পের সেই আগন্তুকও ছিলেন
তাঁদেরই একজন।

তারপর তাঁর কিতাবসমূহ। আল্লাহ
আমাদের আন্দাজে জীবন কাটানোর জন্য
ছেড়ে দেননি। তিনি তাঁর রাসুলদের
মাধ্যমে পথনির্দেশ পাঠিয়েছেন , আর
সেই কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বশেষ
কিতাব কুরআন আজও আমাদের কাছে আছে। এ
যেন আমাদের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে
একটি চিঠি, যা আমাদের সেই কথাগুলোই
জানায় , যা জানা আমাদের সবচেয়ে বেশি
দরকার।

তারপর তাঁর রাসুলগণ। পথনির্দেশের
সঙ্গে এসেছে জীবন্ত দৃষ্টান্তও :
সত্যনিষ্ঠ মানুষ , যাঁরা কষ্ট
দেখেছেন , সংসারের দায়িত্ব পালন
করেছেন , প্রিয়জন হারানোর বেদনা

সয়েছেন , তবু সেই পথেই অটল থেকেছেন।
এতে বোঝা যায়, এই পথে চলা সম্ভব , আর এ
পথ আমাদের মতো মানুষেরই জন্য।

তারপর আখিরাতের দিন। এই জীবনই
গল্পের শেষ নয়। একদিন সবকিছু ঠিক
করে দেওয়া হবে। যাদের ওপর জুলুম
হয়েছে তারা ন্যায়বিচার পাবে, আর
আমাদের প্রত্যেককেই নিজের কাজের
হিসাব দিতে হবে। এতে আমাদের
সিদ্ধান্তগুলো ওজন পায়, আর যে কেউ
কখনো অন্যায়ের শিকার হয়েছে , তার
মনে সান্ত্বনা আসে।

আর সবশেষে তাকদীর। আল্লাহর জ্ঞান ও
হিকমতের (প্রজ্ঞার) বাইরে কিছুই ঘটে
না। এর মানে এই নয় যে আমরা হাত
গুটিয়ে বসে থাকব। আমরা তবুও
পরিকল্পনা করি, চেষ্টা করি এবং নিজের
সিদ্ধান্তের দায়িত্ব নিই। তাকদীর
আমাদের দেয় ভারসাম্য। কোনো কষ্ট

এলে আমরা নিজেদের মনে করিয়ে দিতে
পারি যে এটিও আল্লাহর হিকমতের
মধ্যেই , আর “ইশ, যদি অমনটা হতো ” এই
আক্ষেপের নিচে চাপা পড়ে যাই না। আর
কোনো কাজ ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে
আমরা বিনয়ী থাকি, কারণ জানি এটি ছিল
একটি উপহার।

কুরআনও একই সত্যগুলো বর্ণনা করেছে।
এক আয়াতে (কুরআনের একটি বাণীতে) বলা
হয়েছে , রাসুল এবং সব মুমিন (
বিশ্বাসী) আল্লাহ , তাঁর ফেরেশতা ,
তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসুলদের ওপর ঈমান
রাখেন। আরেক আয়াত বলে, প্রকৃত নেকির
শুরু আল্লাহ , আখিরাতের দিন, ফেরেশতা ,
কিতাব ও নবীদের ওপর ঈমান আনা দিয়ে ,
আর তারপর তা প্রকাশ পায় মানুষের
সঙ্গে আমাদের আচরণে। ২ তাকদীরের কথা
পাওয়া যায় সেখানে , যেখানে আল্লাহ
বলেন, তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন

যথাযথ পরিমাপে। ৩ একই ঘটনার হাদিসের (
রাসুল صلى الله عليه وسلم -এর কথা ও কাজের বর্ণনার)
আরেকটি বর্ণনাও আপনার চোখে পড়তে
পারে, যেখানে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ
এবং পুনরুত্থানের কথা আছে। ৪ এ দুটি
আখিরাতেরই অংশ, তাই সেই বর্ণনাও একই
সত্যগুলোর দিকেই ইঙ্গিত করছে, শুধু
শব্দগুলো একটু আলাদা।

লক্ষ করুন, ছয়টির সবই অদেখা। আমরা
আল্লাহকে দেখিনি , ফেরেশতাদের
দেখিনি , আখিরাতের দিনও দেখিনি। তাই
যাঁরা সঠিক পথের দিশা পান, তাঁদের

অদেখা

বিষয়ে

বিশ্বাস

পরিচয় দিতে গিয়ে কুরআন একেবারে
শুরুতেই বলেছে , তাঁরা অদেখা বিষয়ে
ঈমান রাখেন। ৫

এটি অন্ধ বিশ্বাস নয়। আমরা বাতাসকে
কখনো দেখি না, দেখি শুধু সে যা কিছুকে
নাড়ায় ; মাধ্যাকর্ষণকেও দেখি না,
দেখি শুধু তার প্রভাব। আল্লাহ
দুনিয়াকে নিদর্শনে ভরে রেখেছেন :
সৃষ্টির শৃঙ্খলা , আমাদের নিজেদের
বিবেকের ডাক, আর তাঁর পাঠানো ওহি।
ঈমান মানে এই নিদর্শনগুলোকে আমাদের
অন্তরকে ভরসা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে
দেওয়া। প্রতিদিনের জীবনেও আমরা
অদেখা জিনিসের ওপর অবিরাম ভরসা করি,
যেমন পাইলট , মানচিত্র বা ডাক্তারের
রিপোর্টের ওপর, নিজে যাচাই না করেই।

আগন্তুক তিনটি বিষয়ে জানতে
চেয়েছিলেন , আর এই তিনটি একে অপরের
সঙ্গে জড়িত। ইসলাম হলো যা আমরা করি:
সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া
কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই আর মুহাম্মাদ
صلى الله عليه وسلم তাঁর রাসুল , নামাজ পড়া , জাকাত (
সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ গরিবদের
দেওয়া) আদায় করা, রমজানের রোজা
রাখা এবং হজ করা। ৬ ঈমান হলো যা আমরা
বিশ্বাস করি ও অন্তরে ধারণ করি। আর
ইহসান হলো এই সবকিছু সচেতনতার সঙ্গে
করা, অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে
করা, যেন আপনি তাঁকে দেখছেন , আর এটা
জেনে যে আপনি তাঁকে দেখতে না পেলেও
তিনি আপনাকে দেখছেন। ১

ঈমান, ইসলাম ও ইহসান

বিষয়টা বোঝার একটা সহজ উপায় হলো
বাগানের উপমা। ঈমান হলো শিকড় , ইসলাম
হলো মাটির ওপরে যা গজায় আর সবার চোখে
পড়ে, আর ইহসান হলো সেই ভালোবাসা ও
যত্ন, যা দিয়ে আমরা বাগানটির
দেখাশোনা করি। শিকড় ছাড়া গাছ
কিছুদিন সবুজ দেখাতে পারে, কিন্তু
টেকে না; আবার যে শিকড় থেকে কিছুই
গজায় না, তাতে বাগান ফাঁকাই থেকে
যায়। তাই ঈমানদার অন্তর
স্বাভাবিকভাবেই নামাজের দিকে টানে,
আর অন্তর যখন সত্যিই হাজির থাকে, তখন
নামাজের স্বাদ হয় একেবারে
অন্যরকম।

ঈমান থাকে

অন্তরে , আর তা

রাসুল صلى الله عليه وسلم শিখিয়েছেন , আল্লাহ আমাদের
চেহারা ও সম্পদের দিকে তাকান না,
তাকান আমাদের অন্তর ও কাজের দিকে। ৭
এতে সান্ত্বনা আছে, কারণ আল্লাহ তা -ও
দেখেন যা আর কেউ দেখতে পায় না,
অর্থাৎ আপনার অন্তরে লুকিয়ে থাকা
ভালোবাসা ও আন্তরিক চেষ্টা। আবার
উৎসাহও আছে, কারণ সেই অন্তর নিয়ে
আমরা কী করি, তা -ও তিনি দেখেন। কুরআন
সত্যিকারের মুমিনদের ছবি আঁকে
এভাবে : তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের
ওপর ঈমান আনেন, তারপর আর কখনো সন্দেহে
পড়েন না, এবং আল্লাহর জন্য নিজেদের
সবটুকু চেষ্টা ঢেলে দেন। ৮ এই ঈমানের
দিকেই আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছি।
প্রথম দিন থেকেই এর সবটুকু আপনার
কাছে পূর্ণ থাকবে , এমন প্রত্যাশা কেউ

চোখেও পড়ে

করে না।

আমাদের কারও অন্তরই নিখুঁত নয়।
ঈমান এমন কোনো ট্রফি নয় যে একবার
জিতে নিয়ে আলমারিতে সাজিয়ে রাখা
যায়। এটি ওঠানামা করে, আর সামনের
পাতাগুলোতে আমরা নরম সুরে ও
বাস্তবসম্মতভাবে সে নিয়ে কথা বলব।
কখনো যদি আপনার মনে কোনো সন্দেহ উঁকি
দেয়, তার মানে এই নয় যে আপনার ঈমান
শেষ হয়ে গেছে, আর পরের একটি পাতায়
আমরা সহানুভূতির সঙ্গে সে বিষয়ে
কথা বলব। আর যদি আপনার মনে হয়, আপনার
ঈমান আপনি যতটা চান তার চেয়ে কম,
তাহলে আপনি একা নন, এবং এই ধারাবাহিক
লেখা আপনার জন্যই।

কেন্দ্রে আছে দৃঢ় প্রত্যয় : শুধু
মুখে নয়, অন্তর দিয়ে জানা যে আল্লাহ
ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। যে ব্যক্তি এই
বিশ্বাস নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায়
নেয়, রাসুল صلى الله عليه وسلم তাকে চমৎকার সুসংবাদ
দিয়েছেন। ৯ কথাটা একটি বাক্য আউড়ে
যাওয়ার নয়। কথা হলো একে জানা,
সাধ্যমতো এর আলোকে জীবন কাটানো , এবং
সারা জীবন একে আঁকড়ে ধরে রাখা। বাকি
সবকিছু এখান থেকেই বেড়ে ওঠে।

সবকিছু একসঙ্গে গুছিয়ে বললে, ঈমান
হলো এমন একটি অন্তর , যা নিশ্চিত , ভরসা
করে এবং অনুসরণ করতে প্রস্তুত।
রাসুল صلى الله عليه وسلم ঈমানের ছয়টি বিষয়ের কথা
বলেছেন : আল্লাহ , ফেরেশতা , কিতাব ,

একেবারে

কেন্দ্রে

রাসুল , আখিরাত ও তাকদীর। সবই অদেখা ,
কিন্তু এগুলোর ওপর ভরসা করার মতো
ভালো কারণ আমাদের আছে। ইসলাম হলো
বাইরের আমল, ইহসান হলো এই জানা যে
আল্লাহ আমাদের দেখছেন , আর ঈমান হলো
সেই শিকড় , যা সবকিছু ধরে রাখে।

পরের পাতায় : ঈমান কেন
গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র :

১ সহিহ মুসলিম ৮ (সঙ্গে
জামে আত -তিরমিজি ২৬১০), ২ কুরআন ২:১৭৭,
২:২৮৫ ও ৪:১৩৬,

৩ কুরআন ৫৪:৪৯,

৪ সহিহ
বুখারি ৫০,

৫ কুরআন ২:৩,

৬ সহিহ বুখারি ৮
ও সহিহ মুসলিম ১৬,

৭ সহিহ মুসলিম ২৫৬৪,
৮ কুরআন ৪৯:১৫,

৯ সহিহ মুসলিম ২৬ ।

Revision #1
Created 2026-11-10 08:28:15 UTC by Danish Nayeem Updated 2026-11-10 08:30:04 UTC by Danish Nayeem